সমাজ দর্শন

• **পরিবার কাকে বলে?**

সমাজ একটি বৃহত্তর মানবগোষ্ঠী। পরিবার হল সেই সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষুদ্রতর প্রাথমিক গোষ্ঠী। পরিবারের ইংরেজী প্রতিশব্দ হল 'Family'। এই কথাটি এসেছে Famulus শব্দ থেকে যার অর্থ হল 'ভৃত্য'। অর্থাৎ family বলতে বোঝায় ভৃত্যের সমষ্টিকে অর্থাৎ যারা একই সংসারের অন্তর্ভুক্ত।

ম্যাকাইভার ও পেজ পরিবারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, "পরিবার হল একটি গোষ্ঠী যা সন্তান উৎপাদন ও প্রতিপালনের জন্য সুনির্দিষ্ট এবং স্থায়ী স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কের দ্বারা নির্ধারিত হয়"। সমাজে পরিবারের অস্তিত্ব প্রাণীদেহের কোষের অস্তিত্বের সমতুল্য। পরিবারকে প্রাথমিক গোষ্ঠী রূপে গণ্য করা হয়েছে কারণ এটি এমন একটি গোষ্ঠী যার প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে নিবিড় আত্মীয়তা ও মুখোমুখি সম্পর্ক বর্তমান। পরিবার হল একটি সার্বিক প্রতিষ্ঠান।

—×—

• **পরিবারের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য :—**

ম্যাকাইভার ও পেজ 'society' গ্রন্থে পরিবারের বৈশিষ্ট্যগুলির আলোচনা করেছেন —

(i) **বিশ্বজনীনত্ব :—** সমাজ জীবনের যত রকম রূপ আছে, পরিবার হল সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের সবচেয়ে বিশ্বজনীন রূপ।

(ii) **আবেগের ভিত্তি** — বংশধারা সংরক্ষণের যে জৈবিক প্রয়োজন তার উপরই বিশেষ করে পরিবারের ভিত্তি। আমাদের দৈহিক প্রবৃত্তি, মানসিক আবেগ এবং প্রবণতার প্রধান কেন্দ্র পরিবার।

(iii) **গঠনমূলক প্রভাব** — সমাজ-জীবনের প্রাথমিক রূপ হল পরিবার। পারিবারিক পরিবেশেই মানুষ প্রথম গঠিত হয় এবং মানুষের জীবনের উপর পরিবারের প্রভাবই সর্বাধিক।

(iv) **সীমিত আকার** — সমাজ জীবনের অন্যান্য সংগঠনের তুলনায় পরিবার সবচেয়ে ক্ষুদ্র, কারণ কতকগুলি জৈবিক প্রয়োজনের দ্বারা পরিবারের সংগঠন নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট হয়।

(v) **সামাজিক সংগঠনের মূলকেন্দ্র** — অন্যান্য সামাজিক সংগঠনের মূল কেন্দ্র হল পরিবার।

Scanned with CamScanner

(vi) সদস্যদের দায়িত্ব — অন্য কোন সঙ্ঘ বা সংগঠনের তুলনায় পরিবারের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক খুবই নিবিড় এবং অন্তরঙ্গ।

(vii) সামাজিক নিয়ম-কানুন — সামাজিক বিধি-নিষেধ এবং 'আইন সম্পর্কীয় বিধি' ইত্যাদি পরিবার জীবনকে সুরক্ষিত করে, পরিবারের বিবাহ প্রথা নিয়ন্ত্রিত করে।

(viii) পরিবারের স্থায়িত্ব এবং অস্থায়িত্ব — পারিবারিক সংগঠন সহিত স্থায়ী এবং বিশ্বজনীন তবু সঙ্ঘ হিসাবে পরিবার হল সবচেয়ে স্বল্পস্থায়ী এবং পরিবর্তনশীল।

—×—

• **পরিবারের শ্রেণীবিভাগ :** — পরিবার বিশ্বজনীন সংগঠন হলেও সব সমাজে পরিবারের একই রূপ হয় না। দেশভেদে, সমাজভেদে পরিবারের বিভিন্ন রূপ দেখা যায়। এইরূপ কয়েকটি পৃথক দৃষ্টিকোণ অনুসারে পরিবারে কয়েকটি শ্রেণীবিভাগ নিম্নে আলোচনা করা হল —

(i) এক বিবাহকারী ও বহু বিবাহকারী :— যৌন সম্পর্কের ভিত্তিতে পূর্বোক্ত শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোকের মধ্যে যৌন সম্পর্ক স্বীকার্য হলে একে এক বিবাহকারী পরিবার বলে। আর একাধিক পুরুষ ও নারীর মধ্যে যৌন সম্পর্ক থাকলে সেই পরিবারকে বহুবিবাহকারী পরিবার বলে। বহু বিবাহকারী পরিবার স্বামীর দিক থেকেও হতে পারে, আবার স্ত্রীর দিক থেকেও হতে পারে।

(ii) পিতৃবংশানুক্রমিক এবং মাতৃবংশানুক্রমিক :— বংশগণনার পদ্ধতি অনুসারে উক্ত শ্রেণীবিভাগ করা হয়। যে পরিবারে পিতার বংশ অনুসারে বংশ গণনা করা হয় তাকে পিতৃবংশানুক্রমিক পরিবার বলে। আর যে পরিবারে মাতার বংশানুসারে বংশ গণনা করা হয় তাকে মাতৃবংশানুক্রমিক পরিবার বলে।

(iii) পিতৃবাসস্থানিক ও মাতৃবাসস্থানিক :— বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রীর বাসস্থানের উপর ভিত্তি করে পরিবারের এই শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। বিবাহের পর স্বামী যদি নিজের পিতার গৃহে স্ত্রীকে নিয়ে বসবাস করে তাহলে তাকে পিতৃবাসস্থানিক পরিবার বলে। আর যদি বিবাহের পর স্বামী স্ত্রীর মাতার গৃহে বসবাস করে তাহলে তাকে মাতৃস্থানিক পরিবার বলে।

Scanned with CamScanner

(iv) পিতৃকর্তৃক ও মাতৃকর্তৃক :— পরিবারের কর্তৃত্ব কার উপর থাকবে তার ভিত্তিতে উক্ত শ্রেণীবিভাগ করা হয়। পরিবারের কর্তৃত্ব যদি পিতার হাতে থাকে তাহলে সেই পরিবারকে পিতৃকর্তৃক পরিবার বলে। আর যদি মাতার হাতে থাকে তাহলে মাতৃকর্তৃক পরিবার বলে।

(v) একক ও যৌথ পরিবার :— সদস্যদের ভিত্তিতে পরিবারের উক্ত শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। যে পরিবার স্বামী-স্ত্রী এবং এক বা একাধিক সন্তান নিয়ে গঠিত হয় তাকে একক পরিবার বলে। আর যে পরিবার স্বামী-স্ত্রী বিবাহিত পুত্র এবং তার পরিবার-এছাড়া একাধিক সন্তান ও তাদের স্ত্রী-ছেলে-মেয়েদের নিয়ে গঠিত হয় যৌথ পরিবার।

—X—

• পরিবারের কার্যাবলী আলোচনা কর। :—

অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মতো পরিবারের কতকগুলি নির্দিষ্ট কার্য আছে, যদিও কালের গতিতে এইসব কার্যাবলীর মধ্যে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। নিম্নে এই ক্ষেত্রে পরিবারের কার্যাবলী আলোচনা করা হল।

(১) জৈবিক :— পুরুষ ও নারীর জৈবিক ও দৈহিক প্রয়োজন মেটানো পরিবারের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কাজ। পরিবারই সন্তান উৎপাদনের প্রকৃত স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান। এই কার্যের মাধ্যমে বংশ বিস্তার সম্ভব হয় এবং পুরুষ ও নারীর যৌন আচরণ সুনিয়ন্ত্রিত হয়।

(২) অর্থনৈতিক :— শিশু প্রতিপালন পরিবারের অন্যতম প্রধান কাজ, যেহেতু পরিবারের অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটানোও পরিবারের অন্যতম কাজ। এই কাজ আগে পিতার উপর বর্তাতো কিন্তু বর্তমান কালে অনেক ক্ষেত্রেই পিতা-মাতা উভয়েই পরিবারের অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটানোর কাজে লিপ্ত থাকে।

(৩) শিক্ষামূলক :— পরিবার হল শিশুদের অন্যতম শিক্ষাকেন্দ্র। যদিও প্রচলিত প্রথানুযায়ী শিক্ষা দেবার দায়িত্ব বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলির উপর ন্যস্ত-অনুমোদিত আচরণ, সহযোগিতা, শিষ্টাচারবর্তিতা প্রভৃতি বিষয়গুলি শিশু সন্তানেরা পরিবার থেকেই শিক্ষা লাভ করে।

(৪) রক্ষামূলক কাজ :— পরিবারের সভ্যদের নানা রকম বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করা পরিবারের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কাজ। কিন্তু বর্তমান কালে পরিবারের সভ্যরা বিভিন্ন স্থানে থাকার জন্য, পরিবারের সামগ্রিক কল্যাণ কেন্দ্রীভূত না থাকার জন্য পরিবারের রক্ষামূলক কাজ উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পেয়েছে।

Scanned with CamScanner

(৫) স্নেহসম্পর্কীয় :— স্নেহ- ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের এক নিবিড় বন্ধনে সবাইকে বেঁধে রাখা পরিবারের অন্যতম কাজ। শিশুর স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য পরিবারের এই স্নেহসম্পর্কীয় কাজের অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

(৬) ধর্মসম্পর্কীয় :— নৈতিক এবং ধর্ম সম্পর্কীয় শিক্ষার প্রাথমিক কারণ শিশু সন্তানেরা পরিবার থেকেই গ্রহণ করে, তাই পরিবারের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কাজ হল নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার সঠিক জ্ঞান প্রদান করা।

(৭) আমোদ - প্রমোদ সংক্রান্ত :— পরিবারের সদস্যদের একত্রে বনভোজন করা, কোন দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন করা, আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধবের বাড়িতে যাতায়াত করা, ঘরের মধ্যে খেলাধূলা করা, পরিবারের সকলে মিলে সাংস্কৃতিক করা ইত্যাদির মাধ্যমে পারিবারিক জীবনের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পায়।

—x—

Scanned with CamScanner